যুগান্তর

তারিখ 14 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪

ঢাবি শিক্ষকদের কনসালটেন্সি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের সেরা শিক্ষকদের ভিড় থাকাটাই স্বাভাবিক। শিক্ষাজীবনে তাহাদের প্রায় সকলে অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। উচ্চতর ডিগ্রিও রহিয়াছে বেশিরভাগের। গবেষণা কাজের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে অনেকে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাহারা দেশের সম্পদ হিসাবেই বিবেচিত হন। জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণের পাশাপাশি তাহাদের পেশা হইতেছে জ্ঞান বিতরণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই ইহার প্রধান সুফল ভোগ করিবার কথা। তবে এই সকল গুণী শিক্ষকদের নিকট হইতে দেশেরও প্রত্যাশা রহিয়াছে। তাহাদের মূল্যবান গবেষণা ও পরামর্শ দেশের জরুরি সমস্যার সমাধান কিংবা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পথনির্দেশ করিতে পারে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরাও তাহাদের নিকট হইতে জ্ঞানলাভের বাসনা প্রকাশ করিলে দোষের কিছু নাই। ইহার জন্য যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এই জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ভিত্তি তৈরির পাশাপাশি অনুমতি প্রদানও করা হইয়া থাকে। আয়ের ১০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগারে জমা দিলেই যে কোন অংকের কনসালটেন্সি করা যায়। অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পার্টটাইম চাকুরি করিবার নজিরও কম নয়। একের পর এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতে থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেইগুলিতে পারিশ্রমিকও পাওয়া যায় ভাল। তাই বলিয়া মূল দায়িত্ব অবহেলা করিলে চলিবে কেন? যুগান্তরে বুধবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, কনসালটেন্সি ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম কাজ লইয়া অতিমাত্রায় ব্যস্ততার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নিতে পারেন না। পরীক্ষার খাতা দেখিবার কাজও সময়মতো করা হইয়া উঠে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, চারশত জনের মতো শিক্ষক এই ধরনের 'পেশায়' নিয়োজিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র ১২ জন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছেন। কনসালটেন্সি বাবদ প্রাপ্ত অর্থের যে নামমাত্র অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য, উহা পরিশোধেও তাহাদের কোন উৎসাহ নাই। এই বিষয়টিতে কিন্তু নৈতিকতার প্রশ্নও জড়িত। ছাত্ররা তাহাদের নিকট হইতে কী শিক্ষা পাইতেছে উহা তাহারা ভাবিয়া দেখিবেন না? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনার জন্য প্রো-ভিসির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করিয়াছে। ইতিপূর্বে নিয়মকানুন মানিবার জন্য শিক্ষকদের সম্মত করাইবার বেশ কয়েকটি উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়াছে। এইবারে কনসালটেন্সি ও পার্টটাইম কাজের সহিত জড়িতদের আরও কিছু ছাড় দেওয়া হইবে বলিয়া ধারণা করা যায়। কিন্তু উহাও যে মানিয়া চলা হইবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় এখন শিক্ষকদেরই প্রাধান্য। তাহাদের মধ্য হইতেই ভিসি ও প্রো-ভিসি নিয়োগ করা হয়। সিন্ডিকেট এবং সিনেটেও তাহাদেরই আধিপত্য। নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব একান্তই তাহাদের হাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ তাহাদের চাইতে আর কে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবেন? ব্যক্তিস্বার্থের নিকট সমষ্টিক স্বার্থ গৌণ হইয়া পড়িলে কতটা ক্ষতি হয় উহা তাহাদের ভাল করিয়াই জানা আছে। শ্রেণীকক্ষেও কী তাহারা এই বিষয়টি গুরুত্বের সহিত তুলিয়া ধরেন না? বাড়তি আয় করিতে গিয়া ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা অনুচিত বলিয়াই আমরা মনে করি। বস্তুত কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই নয়, স্কুল-কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদেরও মনে রাখিতে হইবে যে তাহারা জাতির জীবনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়া দিবার যে পেশা গ্রহণ করিয়াছেন উহাকেই তাহাদের কর্মজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। এই কথাও তাহাদের ভুলিলে চলিবে না যে, শিক্ষকতা নিছক একটি পেশা নয় বরং উহা একটি মহান ব্রত।